

দেখো, দেখো ক্ষমতাসীনরা সদেরা সৃজন



ক্যাম্পাসে আন্দোলনের ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল

জোড়ের কাপড়

দেখো, দেখো, দেখো ক্ষমতাসীনরা
কী করে ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল হয়ে
জ্বলে উঠে তাবৎ দেশে মুহূর্তে,
দেখো, দেখো প্রিয় জেনারেলরা
কী করে বুলেট বারুদ টিয়ারগ্যাস থেমে যায়
জনতার রক্তরোধে,
দুর্ভিক্ষ-মহামারি, বন্যা-প্লাবন
ভিত্তিত করেনা জনতার আন্দোলন..
পারবে কি সামলাতে?
দেখো, দেখো, দেখো সৈরাচারী দালালরা
কী করে মানুষ ঘৃণা জানায়, জানায় ধিক্কার
অপশাসন আর বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে।
কী করে চোখের পলকে
বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভে ক্ষম্পমান হয় বাংলাদেশ!
ক'দিন রাখবে বুটের চাপে আশিত বাংলা?
চিরদিন কী থাকবে ক্ষমতার সিংহাসন?
দেখো, দেখো, দেখো ধৈর্যে আসছে
জনতার প্লাবন সময়ের মহিমায়..।
রণতুর্জ নিয়ে ফুঁসে উঠছে
গ্রামে গ্রামে শহরে-বন্দরে
আজ ডাকছে ৫২, ডাকছে ৭১, ডাকছে ৯০
ডাকছে সালাম বরকত, ডাকছে সেলিম-দেলোয়ার
তিতাস-নূর হোসেন, বাবুল, রাসেল ফাভাহ
সবাই বলছে, জেগে উঠো জেগে উঠো
জেগে উঠো বাংলাদেশ....।
দেখো, দেখো, দেখো বিশ্বাসঘাতক বেঙ্গমানরা
কী করে মুহূর্তে শ্লোগানে শ্লোগানে মিছিলে মিছিলে
প্রকম্পিত হয় গ্রাম-গ্রামান্তর, শহর-বন্দর
কী করে জেগে উঠে বীর বাঙালি ছাত্র জনতা
কী করে প্রতিবাদ প্রতিরোধে

জেগে উঠে বাংলাদেশ, জননী জন্মভূমি।
দেখো, দেখো, সৈরাচারীরা-
বার বার অগ্নি উত্তালে খড়খোঁটের মতো
ভেসে গেছে আইয়ুব-ইয়াহিয়া,
গেছে জিয়া-এরশাদ, যাবে তোমরাও।
মন্ডিয়ল, ২১.৮.২০০৭

রুঁখে দাঁড়াও বাংলাদেশ

(প্রবাসে থাকলেও ২১ আগস্ট নিশংস
নিষ্ঠুরতার ভয়াবহ ঘটনা
আমাকে ভীষনভাবে কাঁদায়।
ইতিহাসের এমন বর্বরতম জঘন্য বীভৎস
গণ হত্যাযজ্ঞের বিচার হয়নি বরং
মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে যাওয়া
বাংলাদেশের ক্ষণজন্মা নারী বঙ্গবন্ধু কন্যাকে হত্যার ষড়যন্ত্র দীর্ঘায়িত
করছে শাসকরা, যখন এসব জঘন্য তাণ্ডব দেখি
তখন ভাষা হারিয়ে ফেলি ক্ষোভে দুঃখে-ঘৃণায় আর অব্যাক্ত যন্ত্রণায়...
রইলো রক্তস্নাত ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট নিহত স্বজনদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি)



বারবার অভিন্ন অভিশপ্ত দিন আসে দিন যায়
তবুও যন্ত্রণাদায়ক মহাকষ্টের স্মৃতি কাঁদায়
কাঁদায় বারবার প্রতিদিন প্রতিনিয়ত
থেনেড বৃষ্টিতে যখন ক্ষত-বিক্ষত পিচঢালা পথ
আইভি রহমান, আদা চাচার মুহূর্তে অঙ্গহীন
সারি সারি লাশ, রক্ত বন্যায় প্রাবিত বাংলাদেশ
শোকের ভূমিকম্পে কম্পমান মানচিত্র
রক্তাক্ত কষ্টের ছোঁবলে স্তম্ভিত গোটাদেশ
তখন আমি কাঁদি, কাঁদি বিরতীহীন কষ্টে...।

যখন আমি বাংলাদেশের দিকে থাকাই
তখন ইচ্ছে হয় চিৎকার দিয়ে কাঁদি

গর্জে উঠে আমার দু'হাত আকাশপানে
থরথর করে কাঁপে আমার শরীর
মূহুর্তে রক্ত প্রবাহিত হয় মস্তিস্কে ক্ষোভে আর ঘৃণায়
অসভ্য বর্বর শাসকদের প্রতি...
তাতে যদি আমার জেল হয় হোক,
ফাঁসি হয় হবে যাবো সহাস্যে
শাসকদের মুখে থু থু ছড়িয়ে।
যা বলছি আজ আমি আবেগআপ্ত নই
ক্রোদে কষ্টে আর গ্লানিতে।
এমন বাংলাদেশ কী কেউ চেয়েছিলো?
যেখানে আইন আছে সুবিচার-সুশাসন নেই
নেই মানবতা, শুধুই বিভীষিকাময় মৃত্যুর কলরব
দীর্ঘায়িত হয় প্রতিনিয়ত তাবৎ মানচিত্র ঘিরে
ঘাতকের অট্টহাসি আর হিংস্র স্বাপদের হুংকারে
কাঁপছে যেন অহরহ রক্তস্নাত বাংলার মাটি।
ক্ষত-বিক্ষত বাংলাদেশ জেগে উঠো
জেগে উঠো ফের বজ্র গর্জনে।
হে মানুষ জাগো, জাগো মানবতার ডাকে
প্রতিবাদ প্রতিরোধে, জাগো ৫২-৭১ হয়ে
জাগো সূর্যসেন তিতুমীর বঙ্গবন্ধু হয়ে
জাগো সেলিম-দেলোয়ার তিতাস নূরহোসেন হয়ে
জাগো মানুষ জাগো প্রতিবাদ-প্রতিরোধে
বেঙ্গমান হাজারক বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে
শৈশরাচার-মৌলবাদি সুবিখ্যাত শাসকদের বিরুদ্ধে।
১৯.৮.২০০৭